গীতিমাল্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম ছত্রের সূচী

গীতিমাল্য

১১৯ পৃ ২ ছত্রে পুরবাসী স্থলে পুরবাসী হইবে।

১

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হল
সেই মোহানার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার-আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
এপারে ঐপারে ॥

নিতল নীল নীরব-মাঝে
বাজল গভীর বাণী ;
নিকষেতে উঠল ফুটে
সোনার রেখাখানি।
মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি-দেখি দেখতে না পাই,
স্বপন-সাথে জড়িয়ে জাগা—
কাঁদি আকুল ধারে ॥

১৫ আশ্বিন
নিশীথে
শান্তিনিকেতন

২

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেছি।
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী
তাই বাইরে ছুটেছি।
এই হল মোদের পাওয়া,
তাই ধরেছি গান-গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে
সোনার রেণু লুটেছি ॥

আজ পারুল-দিদির বনে
মোরা চলব নিমন্ত্রণে,
আজ চাঁপা-ভায়ের শাখাছায়ের তলে
মোরা সবাই জুটেছি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটেছি ॥

১৩১৬
শান্তিনিকেতন

৩

ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে।
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া।
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে।
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো-না।
ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা॥

আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি,
নামো তালপল্লব-বীজনে
নামো জলে ছায়াছবি-সৃজনে ;
এসো সৌরভ ভরি আঁচলে
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে।
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো-না।
ওগো শেফালি-বনের মনের কামনা॥

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা,
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি জোনাকি-প্রদীপ-মালিকা
ভরি নিশীথ-তিমির-থালিকা
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা॥

ঐ বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে ;
আহা শ্বেতচন্দন-তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে।
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখশয়ন তেয়াজি,
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা॥

১৩১৬
শান্তিনিকেতন

৪

স্থিরনয়নে তাকিয়ে আছি

মনের মধ্যে অনেক দূরে।

ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।

গভীরধারা জলের ধারে,

আঁধার-করা বনের পারে,

সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া

উঠেছে ঐ বিজন পুরে

মনের মাঝে অনেক দূরে ॥

দিনের শেষে মলিন আলোয়

কোন্ নিরালা নীড়ের টানে

বিদেশবাসী হাঁসের সারি

উড়েছে সেই পারের পানে।

ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে

উদাস ধ্বনি উধাও আসে,

বনের ঘাসে ঘুম-পাড়ানে

তান তুলেছে কোন্ নূপুরে

মনের মাঝে অনেক দূরে ॥

নিচল জলে নীল নিকষে

সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা,

পারাপারের সময় গেল

খেয়াতরীর নাইকো দেখা।

পশ্চিমে ঐ সৌধছাদে

স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,

একলা কে যে বাজায় বাঁশি

বেদনভরা বেহাগ সুরে

মনের মাঝে অনেক দূরে॥

সারাটা দিন দিনের কাজে

হয় নি কিছুই দেখাশোনা,

কেবল মাথার বোঝা ব'হে

হাটের মাঝে আনাগোনা।

এখন আমায় কে দেয় আনি

কাজ-ছাড়ানো পত্রখানি;

সন্ধ্যাদীপের আলোয় ব'সে

ওগো আমার নয়ন ঝুরে

মনের মাঝে অনেক দূরে॥

১৫ চৈত্র ১৩১৮

শিলাইদহ

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম
কাজের পথে।
নইলে অভাবিতের দেখা
ঘটত না তো কোনোমতে।
এই কোণে মোর ছিল বাসা,
এইখানে মোর যাওয়া-আসা,
সূর্য উঠে অস্তে মিলায়
এই রাঙা পর্বতে,
প্রতিদিনের ভার বহে যাই
এই কাজেরই পথে॥

জেনেছিলেম কিছুই আমার
নাই অজানা।
যেখানে যা পাবার আছে
জানি সবার ঠিক-ঠিকানা।
ফসল নিয়ে গেছি হাটে,
ধেনুর পিছে গেছি মাঠে,
বর্ষানদী পার করেছি
খেয়ার তরীখানা।
পথে পথে দিন গিয়েছে,
সকল পথই জানা॥

সেদিন আমি জেগেছিলেম
দেখে কারে।
পসরা মোর পূর্ণ ছিল,
চলেছিলেম রাজার দ্বারে।
সেদিন সবাই ছিল কাজে
গোঠের মাঝে মাঠের মাঝে,
ধরা সেদিন ভরা ছিল
পাকা ধানের ভারে।
ভোরের বেলা জেগেছিলেম,
দেখেছিলেম কারে॥

সেদিন চলে যেতে যেতে
চমক লাগে।
মনে হল, বনের কোণে
হাওয়াতে কার গন্ধ জাগে।
পথের বাঁকে বটের ছায়ে
গেল কে যে চপল-পায়ে
চকিতে মোর নয়ন দুটি
ভরিয়ে অরুণরাগে।
সেদিন চলে যেতে যেতে,
মনে হল, কেমন লাগে॥

এত দিনের পথ হারালেম
এক নিমেষে।
জানি নে তো কোথায় এলেম
একটু পথের বাইরে এসে।
দিনের পরে কেটেছে দিন
পথে পথে বিরামহীন।
জানি নে তো চলেছিলেম
হেন অচিন দেশে।
চিরকালের জানাশোনা
ঘুচল এক নিমেষে॥

রইল পড়ে পসরা মোর
পথের পাশে।
চারিদিকের আকাশ আজি
দিক্‌-ভোলানো হাসি হাসে।
সকল-জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিল অজানা যে—
তাই দেখে আজ বেলা গেল,
নয়ন ভরে আসে।
পসরা মোর পাসরিলাম,
রইল পথের পাশে॥

১৬ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

৬

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি।
যা হবার আপনি হবে,
মিছে এই টানাটানি।
ছেড়ে দে দে গো ছেড়ে,
নীরবে যা তুই হেরে,
যেখানে আছিস বসে
বসে থাক্ ভাগ্য মানি॥

আমার এই আলোগুলি
নেবে আর জ্বালিয়ে তুলি,
কেবলি তারি পিছে
তা নিয়েই থাকি ভুলি।
এবার এই আঁধারেতে
রহিলাম আঁচল পেতে,
যখনি খুশি তোমার
নিয়ো সেই আসনখানি॥

১৭ চৈত্র [১৩১৮]
শিলাইদহ

৭

আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া,
বর্ষা আসে
বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুশি রই আপন মনে,
বাতাস বহে
সুমন্দ॥

সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে রব একা।
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি রহি
ভেসে আসে
সুগন্ধ।
আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ॥

১৭ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

৮

কোলাহল তো বারণ হল,

এবার কথা কানে কানে।

এখন হবে প্রাণের আলাপ

কেবলমাত্র গানে গানে।

রাজার পথে লোক ছুটেছে,

বেচাকেনার হাঁক উঠেছে,

আমার ছুটি অবেলাতেই

দিনদুপুরের মধ্যখানে—

কাজের মাঝে ডাক পড়েছে

কেন যে তা কেই বা জানে॥

মোর কাননে অকালে ফুল

উঠুক তবে মুঞ্জরিয়া।

মধ্যদিনে মৌমাছিরা

বেড়াক মৃদু গুঞ্জরিয়া।

মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে

গেছে তো দিন অনেক কেটে,

অলস-বেলার খেলার সাথি

এবার আমার হৃদয় টানে।

বিনা-কাজের ডাক পড়েছে

কেন যে তা কেই বা জানে।

১৮ চৈত্র ১৩১৮

শিলাইদহ

৯

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে—
বলে নি কেউ আমাকে।
শুধু কেবল ফুলের বাসে,
মনে হ'ত, খবর আসে—
উঠত হিয়া চমকে।
শুধু যেদিন দখিন-হাওয়ায়
বিরহ-গান মনকে গাওয়ায়
পরান-উনমাদনি,
পাতায় পাতায় কাঁপন ধরে,
দিগন্তরে ছাড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনি,
সেদিন আমার লাগে মনে—
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,
জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে॥

এ কী গভীর, এ কী মধুর,
এ কী হাসি পরান-বঁধুর,
এ কী নীরব চাহনি,
এ কী ঘন গহন মায়া,
এ কী স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
নয়ন-অবগাহনি।
লক্ষ তারের বিশ্ববীণা
এই নীরবে হয়ে লীনা
নিতেছে সুর কুড়ায়ে।
সপ্তলোকের আলোক-ধারা
এই ছায়াতে হল হারা,
গেল গো তাপ জুড়ায়ে।
সকল রাজার রতন-সজ্জা
লুকিয়ে গেল পেয়ে লজ্জা
বিনা-সাজের কী বেশে।
আমার চির-জীবনেরে
লও গো তুমি লও গো কেড়ে
একটি নিবিড় নিমেষে॥

১৯ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১০

কে গো তুমি বিদেশী।
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার
বাজালো সুর কী দেশী।
নৃত্য তোমার দুলে দুলে,
কুন্তলপাশ পড়ছে খুলে,
কাঁপছে ধরা চরণে,
ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে
উত্তরী যে যাচ্ছে উড়ে
ইন্দ্রধনুর বরনে।
আজকে তো আর ঘুমায় না কেউ,
জলের 'পরে লেগেছে ঢেউ,
শাখায় জাগে পাখিতে।
গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশি উঠছে বেজে,
ধৈর্য নারি রাখিতে॥

মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নিচু
সুর ছুটেছে সবার পিছু,
রয় না কিছুই গোপনে।

ডুবিয়ে দিয়ে সূর্যচন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে
নাটের লীলা হায় গো এ কী,
পুলক জাগে আজকে দেখি
নিদ্রা-ঢাকা পাতালে।
তোমার বাঁশি কেমন বাজে,
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিদ্যুতেরে মাতালে।
লুকিয়ে রবে কে গো মিছে,
ছুটেছে ডাক মাটির নিচে
ফুটায়ে ভুই-চাঁপারে।
রুদ্ধঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে তোমার ডাকে,
রইতে যে কেউ না পারে॥

কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হয়ে এল যে রে
হৃদয়-গুহার নাগিনী,
নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
ডাকো তারে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।

তোমার এই আনন্দ-নাচে
আছে গো ঠাঁই তারো আছে,
লও গো তারে ভুলায়ে—
কালোতে তার পড়বে আলো,
তারো শোভা লাগবে ভালো,
নাচবে ফণা দুলায়ে।
মিলবে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিলবে দখিন-সমীরণে,
মিলবে আলোয় আকাশে।
তোমার বাঁশির বশ মেনেছে,
বিশ্বনাচের রস জেনেছে,
রবে না আর ঢাকা সে॥

২০ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১১

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
এ পথ গেছে কোন্খানে।"
"কে জানে, ভাই, কে জানে।
চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর-ঘেরা
আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে—
সেইখানে, ভাই, করব গমন নিশীথে।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন বেশে
কে আছে বা সেইখানে।"
"কে জানে, ভাই, কে জানে।
বুকের কাছে প্রাণের সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তার,
শুনেছিলাম জ্যোৎস্নারাতের স্বপনে।
অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন হেসে
কিসের বিলাস সেইখানে।"
"কে জানে, ভাই, কে জানে।
জগৎজোড়া সেই সে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে
আর সেখানে ঠাঁই নাহি তো কিছুরি ;
সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে, কেই বা এসে
পথ দেখাবে সেইখানে।"
"কে জানে গো, কে জানে।
শুনেছি সেই একটি বাণী
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ-মাঝে গো ;
সে মন্ত্র এই প্রাণের পারে
অনাহত বীণার তারে
গভীর সুরে বাজে সকাল-সাঁঝে গো।"

২১ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১২

এই দুয়ারটি খোলা।

আমার খেলা খেলবে ব'লে
আপনি হেথায় আস চলে
ওগো আপন-ভোলা।

ফুলের মালা দোলে গলে,
পুলক লাগে চরণতলে
কাঁচা নবীন ঘাসে।

এস আমার আপন ঘরে,
বস আমার আসন-'পরে
লহ আমায় পাশে।

এমনিতরো লীলার বেশে
যখন তুমি দাঁড়াও এসে,
দাও আমারে দোলা—

ওঠে হাসি, নয়ন-বারি,
তোমায় তখন চিনতে নারি
ওগো আপন-ভোলা॥

কত রাতে, কত প্রাতে,
কত গভীর বরষাতে,
কত বসন্তে,

তোমায় আমায় সকৌতুকে
কেটেছে দিন দুঃখে সুখে
কত আনন্দে।
আমার পরশ পাবে বলে
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ তো জানে না তা।
রইল আকাশ অবাক মানি,
করল কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।
মোদের দোঁহার সেই কাহিনী
ধরেছে আজ কোন্ রাগিণী
ফুলের সুগন্ধে।
সেই মিলনের চাওয়া-পাওয়া
গেয়ে বেড়ায় দখিন-হাওয়া
কত বসন্তে॥

•

মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে
যেন তোমায় হল মনে
ধরা পড়েছ।
মন বলেছে, "তুমি কে গো,
চেনা মানুষ চিনি নে গো,
কী বেশ ধরেছ।"

রোজ দেখেছি দিনের কাজে
পথের মাঝে ঘরের মাঝে
করছ যাওয়া-আসা ;
হঠাৎ কবে এক নিমেষে
তোমার মুখের সামনে এসে
পাই নে খুঁজে ভাষা।
সেদিন দেখি, পাখির গানে
কী যে বলে কেউ না জানে—
কী গুণ করেছ।
চেনা মুখের ঘোমটা-আড়ে
অচেনা সেই উঁকি মারে,
ধরা পড়েছ॥

২২ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১৩

এই যে এরা আঙিনাতে
এসেছে জুটি।
মাঠের গোরু গোঠে এনে
পেয়েছে ছুটি।
দোলে হাওয়া বেণুর শাখে
চিকন পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
উঠেছে ফুটি॥

ঘরের ছেলে ঘরের মেয়ে
বসেছে মিলে।
তারি মাঝে তোমার আসন
তুমি যে নিলে।
আপন চেনা লোকের মতো
নাম দিয়েছে তোমায় কত,
সে-নাম ধরে ডাকে ওরা
সন্ধ্যা নামিলে॥

মানীর দ্বারে মান ওরা হায়
পায় না তো কেহ।
ওদের তরে রাজার ঘরে
বন্ধ যে গেহ।

জীর্ণ আঁচল ধুলায় পাতে,
বসিয়ে তোমায় নৃত্যে মাতে,
কোন্‌ ভরসায় চরণ ধরে
মলিন ঐ দেহ ॥

রাতের পাখি উঠছে ডাকি
নদীর কিনারে।
কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের রেখা
বনের ওপারে।
গাছে গাছে জোনাক জ্বলে,
পল্লিপথে লোক না চলে,
শূন্য মাঠে শৃগাল হাঁকে
গভীর আঁধারে ॥

জ্বলে নেভে কত সূর্য
নিখিল ভুবনে।
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
রাজার ভবনে।
তারি মাঝে আঁধার রাতে
পল্লিঘরের আঙিনাতে
দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার
উঠছে গগনে ॥

২৩ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১৪

অনেককালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম-আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের
অরণ্যে পর্বতে॥

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে—
বাহির-ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর॥

'এই যে তুমি' এই কথাটি
বলব আমি ব'লে

কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চ'লে।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
'আছ-আছ'র স্রোত বহে যায়
'কই তুমি কই' এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গ'লে।

২৪ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১৫

আমি আমায় করব বড়ো,
এই তো আমার মায়া—
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙিন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে,
ডাকবে তারে নানা সুরে,
আপ্‌নারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া॥

বিরহগান উঠল বেজে
বিশ্বগগনময়।
কত রঙের কান্নাহাসি,
কতই আশা-ভয়।
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে,
কত স্বপন ভাঙে গড়ে,
আমার মাঝে রচিলে যে
আপন পরাজয়॥

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা,

দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা—
এরি মাঝে আপ্‌নাকে যে
বাঁধা রেখে বসলে সেজে,
সোজা কিছু রাখলে না, সব
মধুর বাঁকে বাঁকা ॥

আকাশ জুড়ে আজ লেগেছে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেছে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া-আসায়
কাটে সকল বেলা ॥

২৫ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১৬

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।
তীরে বসে যায় যে বেলা,
মরি গো মরি।
ফুল-ফোটানো সারা ক'রে
বসন্ত যে গেল সরে,
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বলো কী করি॥

জল উঠেছে ছল্‌ছলিয়ে,
ঢেউ উঠেছে দুলে,
মর্মরিয়ে ঝরে পাতা
বিজন তরুমূলে।
শূন্যমনে কোথায় তাকাস্‌।
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি॥

২৬ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১৭

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই,
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই,
সে যে রইল সংগোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুল-প্রায়,
স্বপন দেখে চম্‌কে উঠে চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন-সমীরণে॥

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে তো নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায় রে
আমার হৃদয়-উপবনে॥

২৬ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১৮

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে,
মেলে না তোর আঁখি,
কাঁটার বনে ফুল ফুটেছে রে
জানিস নে তুই তা কি।
ওরে অলস, জানিস নে তুই তা কি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো॥

কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো,
দিস নে তারে ফাঁকি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো॥

প্রখর রবির তাপে
নাহয় শুষ্ক গগন কাঁপে,
নাহয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে
দিক চারিদিক ঢাকি।
পিপাসাতে দিক চারিদিক ঢাকি।

মনের মাঝে চাহি
দেখ্ রে আনন্দ কি নাহি।
পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরি
বাজবে তোরে ডাকি।
মধুর সুরে বাজবে তোরে ডাকি।
জাগো এবার জাগো,
বেলা কাটাস না গো॥

২৭ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

১৯

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো,
তারে রাখতে নারি টানি।
আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচল গো সাজসজ্জা,
তুমি দেখলে আমারে
এমন প্রলয়মাঝে আনি,
আমায় এমন মরণ হানি॥

হঠাৎ আকাশ উজলি
কারে খুঁজে কে ওই চলে।
চমক লাগায় বিজলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ-গগন জুড়ে
আমার যাক সকলি উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক আমার প্রাণের বাণী
কোনো বাঁধন নাহি মানি॥

২৮ চৈত্র ১৩১৮
শিলাইদহ

২২

কে গো অন্তরতর সে।
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়-বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে॥

সোনালি রুপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে,
ডুবালে সে সুধাসরসে।

কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরান ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম লয়ে
নিতি নিতি রস বরষে॥

৬ বৈশাখ ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৩

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদী-তীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব॥

তোমারি ঐ অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারালো সীমা, বিপুল হরষে
উথলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেছ দান দিবসবিভাবরী,
হল না সারা কত-না যুগ ধরি,
কেবলি আমি লব॥

৭ বৈশাখ ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৪

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।
দূরে রব কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি, ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে॥

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে,
লুকানো রবে না মধু চিরদিনতরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই রবে না বাকি,
পরম মরণ লভিব চরণতলে॥

৭ বৈশাখ ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৫

এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে,
আর তো গতি নাহি রে মোর নাহি রে।
যে-পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হতে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে, সূর্য ছুটে,
সে পথতলে পড়িব লুটে,
সবার পানে রহিব শুধু চাহি রে।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে ॥

তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে
সে ছায়া লয়ে মাতিল গানে,
ঘিরিয়া তারে ফিরিব তরী বাহি রে।

যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধুপবনে।
তাকায়ে রব দ্বারের পানে,
সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে।
এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে ॥

৯ বৈশাখ ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৬

পেয়েছি ছুটি, বিদায় দেহো, ভাই,
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি,
রাখি না আর ঘরের দাবি,
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই—
সবারে আমি প্রণাম করে যাই॥

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী,
দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেশি।
প্রভাত হয়ে এসেছে রাতি,
নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
পড়েছে ডাক চলেছি আমি তাই—
সবারে আমি প্রণাম করে যাই॥

৯ বৈশাখ ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৭

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে আছি আমার প্রাণের
স্বরটি মেলাতে।
আকাশে ঐ অরুণরাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলোছায়ার
মায়ার খেলাতে॥

নীলিমা এই নিলীন হল
আমার চেতনায়।
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হতে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ওই
মেঘের ভেলাতে॥

১৩ বৈশাখ ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৮

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে, প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান॥

আরো বেদনা আরো বেদনা
দাও মোরে আরো চেতনা।
দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে
মোরে করো ত্রাণ মোরে করো ত্রাণ।
আরো প্রেমে আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান॥

৩ জুন ১৯১২
লোহিত সমুদ্র

২৯

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে।
সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া,
কী আছে কী চায় নিতে।
রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে, জানি,
নিয়ে যায় বহি মেঘ-আবরণখানি—
নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
খচিত ললিত গীতে॥

নব নব রূপে বরনে বরনে ভরি
বুকে লহ তুলি সেই মেঘ-উত্তরী।
লঘু সে চপল কোমল শ্যামল কালো,
হে নিরঞ্জন, নাই বাস তারে ভালো,
তারে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো
সকরুণ ছায়াটিতে॥

২৩ জুন ১৯১২
The Heath
[2] Holford Road
Hampstead

৩০

স্থন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন, জানি,
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্তরবির রাগে
যেন গো অস্ত-আকাশে।
জীবনশেষের শেষ জাগরণসম
ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।
স্থন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত॥

২৫ জুন ১৯১২
The Heath
2 Holford Road
Hampstead

৩১

"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে।
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি করে হায়, আমার
দিনে যে চলে যায়,
মাথায় 'পরে বোঝা আমার বিষম হল দায়।
কেউ বা আসে, কেউ বা হাসে, কেউ বা কেঁদে চায়॥

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট-মাথে অস্ত্র-হাতে রাজা এল রথে।
বললে হাতে ধরে, "তোমায়
কিনব আমি জোরে।"
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে।
মুকুট-মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে॥

রুদ্ধ দ্বারের সমুখ দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল, হাতে টাকার থলি।
করলে বিবেচনা— বললে,
"কিনব দিয়ে সোনা।"
উজাড় করে দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা॥

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুল-ভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
বললে কাছে এসে, "তোমায়
কিনব আমি হেসে।"
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে।
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে॥

সাগরতীরে রোদ পড়েছে, ঢেউ দিয়েছে জলে—
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে বললে,
"অমনি নেব কিনে।"
বোঝা আমার খালাস হল তখনি সেই দিনে।
খেলার মুখে বিনামূল্যে নিল আমায় জিনে॥

[২৪ পৌষ ১৩১৯
508 High Street
Urbana, Illinois, U.S.A.]

৩২

তোমারি নাম বলব নানা ছলে।
বলব একা বসে, আপন
মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়,
বলব বিনা আশায়,
বলব মুখের হাসি দিয়ে,
বলব চোখের জলে॥

বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে,
বলতে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে॥

৮ ভাদ্র ১৩২০
16 More's Garden
Cheyne Walk, London

৩৩

অসীম ধন তো আছে তোমার
তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে
কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমার রতনমণি
আমায় করলে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাক,
রয়েছি দ্বার এঁটে॥

আমায় তুমি করবে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে,
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে,
নামবে ধুলাপথে,
যুগযুগান্ত আমার সাথে
চলবে হেঁটে হেঁটে॥

৮ ভাদ্র ১৩২০
Cheyne Walk

৩৪

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
পরতে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়তে গেলে বাজে।
কণ্ঠ যে রোধ করে,
সুর তো নাহি সরে,
ঐ দিকে যে মন পড়ে রয়,
মন লাগে না কাজে॥

তাই তো বসে আছি,
এ হার তোমায় পরাই যদি
তবেই আমি বাঁচি
ফুলমালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে,
তোমার কাছে দেখাই নে মুখ
মণিমালার লাজে॥

৮ ভাদ্র ১৩২০
Cheyne Walk

৩৫

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ ক'রে গেছ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে॥

মনে হল, আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে।
মনে হল, সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে।
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটল পূজার ফুলের মতো,
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীম দেশে॥

৯ ভাদ্র [১৩২০]
Cheyne Walk

৩৬

প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে।
ভয়-ভাবনার বাধা টুটেছে।
দুঃখকে আজ কঠিন বলে
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হয়ে হৃদয় ছুটেছে।
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে॥

হেথায় কারো ঠাঁই হবে না,
মনে ছিল এই ভাবনা,
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেছে।
যতন ক'রে আপনাকে যে
রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধুলায় লুটেছে।
প্রাণে খুশির তুফান উঠেছে॥

৯ ভাদ্র [১৩২০]
Cheyne Walk

৩৭

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত।
বসন্তে সে হত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু-চারটে তার পাতা,
তবুও যে তার বাকি রইত কত॥

আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তার সময় হল এবে
পূর্ণ করে আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত॥

১১ ভাদ্র [১৩২০]
Far Oakridge, Glos

৩৮

ভেলার মতো বুকে টানি
কলমখানি
মন যে ভেসে চলে।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেড়ায় দুলে
কূলে কূলে
স্রোতের কলকলে।
ভবের স্রোতের কলকলে॥

এবার কেড়ে লও এ ভেলা,
ঘুচাও খেলা
জলের কোলাহলে।
অধীর জলের কোলাহলে।
এবার তুমি ডুবাও তারে
একেবারে
রসের রসাতলে।
গভীর রসের রসাতলে॥

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৩
S. S. City of Lahore
মধ্যধরণী সাগর

৩৭

বাজাও আমারে বাজাও।

বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে

সেই সুরে মোরে বাজাও।

যে সুর ভরিলে ভাষা-ভোলা গীতে

শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে,

জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে

সেই সুরে মোরে বাজাও॥

সাজাও আমারে সাজাও।

যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে

সেই সাজে মোরে সাজাও।

সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে

শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,

যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে

সেই সাজে মোরে সাজাও॥

১৪ সেপ্টেম্বর [১৯১৩]

S. S. City of Lahore

মধ্যধরণী সাগর

৪০

জানি গো দিন যাবে
এ দিন যাবে।
একদা কোন্ বেলাশেষে
মলিন রবি করুণ হেসে
শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার
মুখের পানে চাবে।
পথের ধারে বাজবে বেণু,
নদীর কূলে চরবে ধেনু,
আঙিনাতে খেলবে শিশু,
পাখিরা গান গাবে।
তবুও দিন যাবে এ দিন যাবে॥

•

তোমার কাছে আমার
এ মিনতি।
যাবার আগে জানি যেন
আমায় ডেকেছিল কেন
আকাশপানে নয়ন তুলে
শ্যামল বসুমতী—
কেন নিশার নীরবতা
শুনিয়েছিল তারার কথা,

পরানে ঢেউ তুলেছিল
কেন দিনের জ্যোতি।
তোমার কাছে আমার এই মিনতি ॥

সাঙ্গ যবে হবে
ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
ভরতে পারি ডালা—
এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা।
সাঙ্গ যবে হবে ধারার পালা ॥

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৩
S. S. City of Lahore
রোহিত সাগর

৪১

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল-সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা।
কতবার যে নিবল বাতি,
গর্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা॥

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইকো অবহেলা॥

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৩
রোহিত সাগর

৪২

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন-হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে ॥

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে।
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগলহেন,
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে।

২৮ আশ্বিন ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৪৩

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুল-বনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না।
নিত্য সভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে,
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না॥

বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে,
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না॥

আকাশে ধায় রবি-তারা-ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমনি করে সুধাসাগর-সন্ধানে
আমার জীবন-ধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না॥

পাখির কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ;
তেমনি করে আমার হৃদয়-ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্য প্রসাদ পাওয়াও না॥

২৯ আশ্বিন [১৩২০]
শান্তিনিকেতন

৪৪

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখো থুয়ে।

রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার
নামেরি ঝংকার।

ঘুমের 'পরে জেগে থাকুক
নামের তারা তব,
জাগরণের ভালে আঁকুক
অরুণ-লেখা নব।

সব আকাঙ্ক্ষা-আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালোবাসায় তোমার
নামটি রহুক লিখা।

সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক ফ'লে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে।

জীবনপদ্মে সংগোপনে
রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে
তোমারি নাম, বঁধু॥

২ কার্তিক ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৪৫

আমার যে আসে কাছে, যে যায় চলে দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে—
তুমি আমার কাছে এসেছ।

কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয়মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি—
তুমি স্নেহের হাসি হেসেছ॥

ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে—
তুমি আমায় ভালোবেসেছ।

যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে,
যেন জানি গো— সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ॥

১ কার্তিক [১৩২০]
শান্তিনিকেতন

৪৬

কেবল থাকিস স'রে স'রে,
পাস নে কিছুই হৃদয় ভরে।
আনন্দভাণ্ডারের থেকে
দূত যে তোরে গেল ডেকে,
কোণে বসে দিস নে সাড়া—
সব খোয়ালি এমনি করে॥

জীবনকে আজ তোল্ জাগিয়ে,
মাঝে সবার আয় আগিয়ে।
চলিস নে পথ মেপে মেপে,
আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে,
যেটুকু দিন বাকি আছে—
কাটাস নে তা ঘুমের ঘোরে॥

৫ কার্তিক [১৩২০]
শান্তিনিকেতন

৪৭

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমিই আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ॥

দুঃখরথের তুমিই রথী,
তুমিই আমার বন্ধু,
তুমিই সংকট তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ॥

শত্রু আমারে কর গো জয়
তুমিই আমার বন্ধু,
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ॥

বজ্র এস হে বক্ষ চিরে
তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে
তুমি আমার আনন্দ॥

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৪৮

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে।
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে
আমার জীবন তখন কোন্ গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে॥

যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে।
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারি
তখন পরান আমার কোন্ কোণে যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে॥

১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]
শান্তিনিকেতন

আমার   সকল কাঁটা ধন্য করে
        ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার   সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
        গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার   অনেক দিনের আকাশ-চাওয়া
        আসবে ছুটে দখিন-হাওয়া,
        হৃদয় আমার আকুল করে
        সুগন্ধ ধন লুটবে॥

আমার   লজ্জা যাবে যখন পাব
        দেবার মতো ধন,
যখন   রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
        প্রাণের আরাধন।
আমার   বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
        পরশ তারে করবে এসে,
        ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
        চরণে তার লুটবে॥

১৫ অগ্রহায়ণ [১৩২০]

৫০

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র॥

করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি।
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি॥

সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য।
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য॥

নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ।
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান॥

যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিন-হস্ত।
লড়ব তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র॥

জাগব তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান।
ছাড়ব সুখের দাস্য,
দাও দাও কল্যাণ॥

৭ পৌষ [১৩২০]
শান্তিনিকেতন

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধারমাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনি ধারা॥

তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কী গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে।
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠবে ভাসি
চিত্তগগনপারে॥

তখন তোমারি সৌন্দর্যছবি,
ওগো কবি,
আমায় পড়বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ের রবে না সীমা,
ঐ মহিমা
আর যাবে না ঢাকা॥

তখন তোমারি প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নবজীবন'পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনের তরে॥

১৪ পৌষ ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫২

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
ফুল্ল শ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা ॥

চলছে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদি স্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি
বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরান আমার বধূর বেশে চলে
চিরস্বয়ম্বরা ॥

১৫ পৌষ ১৩২০

৫৩

জীবন-স্রোতে ঢেউয়ের 'পরে

কোন্ আলো ঐ বেড়ায় দুলে।

ক্ষণে ক্ষণে দেখি যে তাই

বসে বসে বিজন কূলে।

ভাসে তবু যায় না ভেসে,

হাসে আমার কাছে এসে—

দু হাত বাড়াই, ঝাঁপ দিতে চাই,

মনে করি আনব তুলে॥

শান্ত হ রে শান্ত হ মন,

ধরতে গেলে দেয় না ধরা—

নয় সে মণি, নয় সে মানিক,

নয় সে কুসুম ঝরে-পড়া।

দূরে-কাছে আগে-পাছে

মিলিয়ে আছে, ছেয়ে আছে—

জীবন হতে ছানিয়ে তারে

তুলতে গেলে মরবি ভুলে॥

১৫ পৌষ ১৩২০

শান্তিনিকেতন

৫৪

কতদিন যে তুমি আমায়
ডেকেছ নাম ধরে—
কত জাগরণের বেলায়
কত ঘুমের ঘোরে।
পুলকে প্রাণ ছেয়ে সেদিন
উঠেছি গান গেয়ে,
দুটি আঁখি বেয়ে আমার
পড়েছে জল ঝরে॥

দূর যে সেদিন আপন হতে
এসেছে মোর কাছে।
খুঁজি যারে, সেদিন এসে
সেই আমারে যাচে।
পাশ দিয়ে যাই চ'লে, যারে
যাই নে কথা ব'লে
সেদিন তারে হঠাৎ যেন
দেখেছি চোখ ভরে॥

২৯ মাঘ ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫৫

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হল উতলা।
বুকের 'পরে দোলে রে তার
পরান-পুতলা।
আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা॥

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনম-ভরা
ব্যথা-অতলা।

মাঘী পূর্ণিমা, ২৮ মাঘ ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫৬

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে।
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে।
তাকায় সকল লোকে,
তখন দেখতে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাস আপন আসনে॥

কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে।
যা শোনাবার আছে
গাব ঐ চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না শোনে॥

১২ ফাল্গুন ১৩২০
শিলাইদহ

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায়, আমি
কী জানি তার নাম।
কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে,
ফিরি আমি কাহার পিছে,
সব যেন মোর বিকিয়েছে
পাই নি তাহার দাম॥

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধ'রে।
ভুবন ভ'রে আছে যেন
পাই নে জীবন ভ'রে।
সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তারে ক্ষণে ক্ষণে,
গভীর সুরে "চাই নে, চাই নে"
বাজে অবিশ্রাম॥

১২ ফাল্গুন [১৩২০]
শিলাইদহ

৫৮

বেসুর বাজে রে,
আর কোথা নয়, কেবল তোরি
আপন-মাঝে রে।
মেলে না সুর এই প্রভাতে
আনন্দিত আলোর সাথে,
সবারে সে আড়াল করে,
মরি লাজে রে॥

থামা রে ঝংকার।
নীরব হয়ে দেখ্ রে চেয়ে
দেখ্ রে চারিধার।
তোরি হৃদয় ফুটে আছে
মধুর হয়ে ফুলের গাছে,
নদীর ধারা ছুটেছে ঐ
তোরি কাজে রে॥

১৪ ফাল্গুন ১৩২০
শিলাইদহ

তুমি জান, ওগো অন্তর্যামী,
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধল নাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের 'পরেই ভাসা,
তবু আমার মনে আছে আশা—
তোমার পায়ে ঠেকবে তারা স্বামী॥

টেনেছিল কতই কান্নাহাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হল ফাঁসি।
শুধায় সবাই হতভাগ্য ব'লে,
"মাথা কোথায় রাখবি সন্ধ্যা হলে ?"
জানি জানি, নামবে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি॥

১৪ ফাল্গুন ১৩২০
শিলাইদহ

৬০

সকল দাবি ছাড়বি যখন
পাওয়া সহজ হবে।
এই কথাটা মনকে বোঝাই,
বুঝবে অবোধ কবে ?
নালিশ নিয়ে বেড়াস মেতে
পাস নি যা তার হিসাব পেতে,
শুনিস নে তাই ভাণ্ডারেতে
ডাক পড়ে তোর যবে ॥

দুঃখ নিয়ে দিন কেটে যায়
অশ্রু মুছে মুছে,
চোখের জলে দেখতে না পাস
দুঃখ গেছে ঘুচে।
সব আছে তোর ভরসা যে নেই,
দেখ্ চেয়ে দেখ্— এই যে সে এই,
মাথা তুলে হাত বাড়ালেই
অমনি পাবি তবে ॥

১৫ ফাল্গুন [১৩২০]
শিলাইদহ

৬১

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলাশেষের তান।
পথে চলি, শুধায় পথিক,
"কী নিলি তোর দান।"
দেখাব যে সবার কাছে
এমন আমার কী বা আছে।
সঙ্গে আমার আছে শুধু
এই কখানি গান॥

ঘরে আমার রাখতে যে হয়
বহু লোকের মন।
অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি,
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য করে
করব মূল্যবান॥

১৫ ফাল্গুন [১৩২০]
শিলাইদহ

৬২

মিথ্যা আমি কী সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার।
পথ আমারে পথ দেখাবে,
এই জেনেছি সার।
শুধাতে যাই যারি কাছে,
কথার কি তার অন্ত আছে।
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার॥

পথের ধারে ছায়াতরু
নাই তো তাদের কথা,
শুধু তাদের ফুল-ফোটানো
মধুর ব্যাকুলতা।
দিনের আলো হলে সারা
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
শুধু প্রদীপ তুলে ধরে,
কয় না কিছু আর॥

১৫ ফাল্গুন ১৩২০
সন্ধ্যা। কলিকাতায় যাত্রার পূর্বে
শিলাইদহ

৬৩

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধুলায়
পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন।
তারি গলার মালা হতে
পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন।
এল যখন সাড়াটি নাই,
গেল চ'লে জানালো তাই,
এমন করে আমারে হায়
কে বা কাঁদায় সে জন ভিন্ন॥

তখন তরুণ ছিল অরুণ-আলো,
পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত যে রঙিন বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।
সেদিন খবর মিলল না যে,
রইনু বসে ঘরের মাঝে,
আজকে পথে বাহির হব
বহি আমার জীবন জীর্ণ।

১৫ ফাল্গুন [১৩২০]
কুষ্টিয়ার মুখে
পাল্কিপথে

৬৪

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে,
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও,
ডাক তারে।
বাহুপাশের কাঙাল সে যে,
চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার
অভিসারে—
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও,
ডাক তারে॥

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে,
সেই গানের টানে পার না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখি-সম,
বাহির হয়ে এস তুমি
অন্ধকারে—
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও,
ডাক তারে॥

১৬ ফাল্গুন ১৩২০
কলিকাতা

৬৫

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুন-দিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুন-দিনের সকালে॥

গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন-দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে
লুকিয়ে তুমি ওই গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুন-দিনের সকালে॥

১৮ ফাল্গুন ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৬৬

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন ক'রে
ফেল আমার মুখের 'পরে,
আপনি থাক আলোর পিছনে॥

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কী উৎসবের লগনে—
সব আলো তার কেমন ক'রে
পড়ে তোমার মুখের 'পরে,
আপনি পড়ি আলোর পিছনে॥

২০ ফাল্গুন ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৬৭

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙল ঝড়ে,
জানি নাই তো, তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হয়ে গেল কালো,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশপানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে॥

অন্ধকারে রইনু পড়ে
স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি।
সকালবেলায় চেয়ে দেখি—
দাঁড়িয়ে আছ তুমি একি
ঘরভরা মোর শূন্যতারি
বুকের 'পরে॥

২৩ ফাল্গুন ১৩২০
শান্তিনিকেতন

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে,
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে।
পুরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে—
নিশিদিন এই জীবনের সুখের 'পরে, দুখের 'পরে,
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে পড়ুক ঝরে॥

যে শাখায় ফুল ফোটে না, ফল ধরে না একেবারে,
তোমার ঐ বাদল-বায়ে দিক জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার, দীর্ণ আমার, জীবন-হারা,
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে সুরের ধারা—
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার 'পরে, ভুখের 'পরে,
শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে॥

২৫ ফাল্গুন ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৬৯

তোমার কাছে শান্তি চাব না।
থাক্‌-না আমার দুঃখ ভাবনা ॥
অশান্তির এই দোলার 'পরে
বসো বসো লীলার ভরে,
দোলা দিব এ মোর কামনা ॥

নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে,
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে—
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা ॥

২৬ ফাল্গুন ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৭০

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাই নে তোমারে॥
বাতাস বহে, মরি মরি,
আর বেঁধে রেখো না তরী,
এসো এসো পার হয়ে মোর
হৃদয়মাঝারে॥

তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায়
সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি
বাজাবে গো আপনি আসি
আনন্দময় নীরব রাতের
নিবিড় আঁধারে॥

২৮ ফাল্গুন ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৭১

আমায়   ভুলতে দিতে নাইকো তোমার ভয়
আমার   ভোলার আছে অন্ত, তোমার
প্রেমের তো নাই ক্ষয়।
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর,
সে দূর শুধু আমারি দূর—
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়॥

আমার   প্রাণের কুঁড়ি পাপড়ি নাহি খোলে,
তোমার   বসন্তবায় নাই কি গো তাই ব'লে।
এই খেলাতে আমার সনে
হার মান যে ক্ষণে ক্ষণে,
হারের মাঝে আছে তোমার জয়॥

২৯ ফাল্গুন ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৭২

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।
আমি ধুলায় বসে খেলেছি এই
তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম ব'লে
যেমন খুশি এলেম চলে,
ভয় করি নি তোমায় আমি
অন্ধকারে॥

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে,
"পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে,
ফিরে যা রে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ করে
আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে॥

১ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে,
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই তো সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি॥

সকাল-সাঁঝে সুর যে বাজে
ভুবন-জোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার
তরী আসে আমার ঘাটে।
শুনব কী আর বুঝব কী বা,
এই তো দেখি রাত্রিদিবা—
ঘরেই তোমার আনাগোনা,
পথে কি আর তোমায় খুঁজি॥

২ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৭৪

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
আমার বাড়ি।
কেউ বা আসে এ পারে, কেউ
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।
পথিকেরা বাঁশি ভ'রে
যে সুর আনে সঙ্গে করে
তাই যে আমার দিবানিশি
সকল পরান লয় রে কাড়ি॥

কার কথা যে জানায় তারা
জানি নে তা।
হেথা হতে কী নিয়ে বা
যায় রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি,
তাই শুনে যে উদাস হিয়া
চায় রে যেতে বাসা ছাড়ি॥

৩ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৭৫

জীবন আমার চলছে যেমন
তেমনি ভাবে,
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে
চলে যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে
দেখা হবে সবার সাথে—
তাদের আমি চাব, তারা
আমায় চাবে॥

জীবন আমার পলে পলে
এমনি ভাবে
দুঃখসুখের রঙে রঙে
রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে
খেলে যে-জন সবার সাথে
তারে আমি চাব, সেও
আমায় চাবে॥

৫ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৭৬

হাওয়া লাগে গানের পালে—
মাঝি, আমার বসো হালে।
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে,
জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে
এই বাতাসের তালে তালে।
মাঝি, এবার বসো হালে॥

দিন গিয়েছে এল রাতি,
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথি।
কাটো বাঁধন, দাও গো ছাড়ি,
তারার আলোয় দেব পাড়ি—
সুর জেগেছে যাবার কালে।
মাঝি, এবার বসো হালে॥

৬ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৭৭

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,
তেমনি করেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

বিচ্ছেদেরি ছন্দ লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হয়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন ক'রে নূতন প্রাতে॥

৭ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

আরো চাই যে, আরো চাই গো—
আরো যে চাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়
বিতরে নাই।
সকালবেলার আলোয় ভরা
এই যে আকাশ-বসুন্ধরা
এরে আমার জীবন-মাঝে
কুড়ানো চাই—
সকল ধন যে বাইরে, আমার
ভিতরে নাই।
ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়
বিতরে নাই॥

প্রাণের বীণায় আরো আঘাত
আরো যে চাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।
দিন-রজনীর বাঁশি পুরে
যে গান বাজে অসীম সুরে
তারে আমার প্রাণের তারে
বাজানো চাই।

আপন গান যে দূরে, তাহার
নিয়ড়ে নাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই॥

৮ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৭৯

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে।
যত তোমায় ডাকি, আমার
আপন হৃদয় জাগে।
শুধু তোমায় চাওয়া
সেও আমার পাওয়া—
তাই তো পরান পরান-পণে
হাত বাড়িয়ে মাগে॥

হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস পিছে।
লাগলে সেবায় অশক্তি তোর
আপনি হবে মিছে।
পথ দেখাবার তরে
যাব কাহার ঘরে—
যেমনি আমি চলি, তোমার
প্রদীপ চলে আগে॥

১ চৈত্র [১৩২০]

তুমি যে   চেয়ে আছ   আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন   অনিমেষে   দেখছ মোরে।
আমি চোখ   এই আলোকে   মেলব যবে
তোমার ওই   চেয়ে-দেখা   সফল হবে,
এ আকাশ   দিন গুনিছে   তারি তরে॥

ফাগুনের   কুসুম-ফোটা   হবে ফাঁকি,
আমার এই   একটি কুঁড়ি   রইলে বাকি।
সেদিনে   ধন্য হবে   তারার মালা,
তোমার এই   লোকে লোকে   প্রদীপ জ্বালা,
আমার এই   আঁধারটুকু   ঘুচলে পরে॥

১৩ চৈত্র [১৩২০]

তোমার পূজার ছলে তোমায়
ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন তুমি
দাও যে ফাঁকি।
ফুলের মালা দীপের আলো
ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হতে পাই নে সুযোগ
চরণ ছোঁয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি
তোমায় ঢাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায়
ভুলেই থাকি॥

দেখব ব'লে এই আয়োজন
মিথ্যা রাখি,
আছে তো মোর তৃষা-কাতর
আপন আঁখি।
কাজ কি আমার মন্দিরেতে
আনাগোনায়,

পাতব আসন আপন মনের
একটি কোণায় ;
সরল প্রাণে নীরব হয়ে
তোমায় ডাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায়
ভুলেই থাকি ॥

১৪ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৮২

হে অন্তরের ধন,
তুমি যে বিরহী, তোমার
শূন্য এ ভবন।
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম, স্বামী,
কোথায় যে বাহিরে আমি
ঘুরি সকল ক্ষণ॥

হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার
নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশি নানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হল বসন্তের এই
দখিন-সমীরণ॥

১৫ চৈত্র ১৩২০

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।
নহিলে ফুলে কিসের রঙ লেগেছে,
গগনে কোন্ গান জেগেছে,
কোন্ পরিমল পবনে ॥

দিয়ে দুঃখ-সুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া,
এলে আমার জীবনে ॥

১৬ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৮৪

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ওই চরণেতে
আপনাকে যে দেব তবু
বাড়বে দেনা॥

আমারে যে নামতে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চলবে বেড়ে দিনে রাতে,
আপনা নিয়ে করব যতই
বেচা-কেনা॥

১৭ চৈত্র ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৮৫

বল তো এই বারের মতো,
প্রভু, তোমার আঙিনাতে
তুলি আমার ফসল যত।
কিছু বা ফল গেছে ঝরে,
কিছু বা ফল আছে ধরে,
বছর হয়ে এল গত।
রোদের দিনে ছায়ায় বসে
বাজায় বাঁশি রাখাল যত॥

হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্র-হাওয়ায় পাল তুলে দিই,
ওই যে মেতে ওঠে নদী।
পার করে নিই ভরা তরী,
মাঠের যা কাজ সারা করি,
ঘরের কাজে হই গো রত।
এবার আমার মাথার বোঝা
পায়ে তোমার করি নত॥

২২ চৈত্র [১৩২০]

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাব না গো যাব না যে,
থাকব পড়ে ঘরের মাঝে,
এই নিরালায় রব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥

আমার এ ঘর বহু যতন ক'রে
ধুতে হবে, মুছতে হবে মোরে।
আমারে যে জাগতে হবে,
কী জানি সে আসবে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥

২২ চৈত্র [১৩২০]

৮৭

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু॥

কী ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইশারা তৃণের অঙ্গুলি।
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখির মুখে এই যে খবর পেনু॥

২৩ চৈত্র [১৩২০]

৮৮

সকাল-সাঁজে
ধায় যে ওরা নানা কাজে।
আমি কেবল বসে আছি,
আপন-মনে কাঁটা বাছি
পথের মাঝে।
সকাল-সাঁজে ॥

এ পথ বেয়ে
সে আসে, তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে,
কতই ধুলা লাগে গায়ে,
মরি লাজে,
সকাল-সাঁজে ॥

২৪ চৈত্র [১৩২০]

৮৯

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে ॥

আঁধারের তারা যত অবাক হয়ে
রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে ॥
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠল ফুটে স্বর্ণকমল,
আগুনের কী গুণ আছে কে জানে ॥

২৪ চৈত্র [১৩২০]

আমায় বাঁধবে যদি কাজের ডোরে
কেন পাগল কর এমন ক'রে।
বাতাস আনে কেন জানি
কোন্ গগনের গোপন বাণী,
পরানখানি দেয় যে ভরে।
পাগল করে এমন ক'রে ॥

সোনার আলো কেমনে হে
রক্তে নাচে সকল দেহে।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয় যে হ'রে।
পাগল করে এমন ক'রে ॥

চৈত্র [১৩২০]

কেন   চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
          শুকনো ধুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো
          অনাহূতের মতো।
তুমি   পার হয়ে এসেছ মরু,
নাই যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়
          এমন ভাগ্যহত॥

তখন   আলসেতে বসে ছিলেম আমি
          আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা
          বাজবে পায়ে পায়ে।
তবু   ঐ বেদনা আমার বুকে
বেজেছিল গোপন দুখে,
দাগ দিয়েছে মর্মে আমার
          গভীর হৃদয়-ক্ষত॥

২৪ চৈত্র [১৩২০]
শান্তিনিকেতন

৯২

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি
হৃদয়-পানেই চাই নি।
আমার সকল ভালোবাসায়,
সকল আঘাত, সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে,
তোমার কাছে যাই নি॥

তুমি মোর আনন্দ হয়ে
ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলে ছিলেম,
কেটেছে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ-সুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি
তোমার গান তো গাই নি॥

২৫ চৈত্র [১৩২০]
কলিকাতার পথে রেলগাড়িতে

৯৩

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু যে
বাঁশিতে সে গান খুঁজে।
প্রেমেরে বিদায় ক'রে দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পূজে।
বনে তোর লাগাস আগুন
তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তোর ভস্ম-'পরে মরিস যুঝে॥

ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
কী লাগি ফিরিস পথে দিবারাতি।
যে আলো শত ধারায় আঁখিতারায় পড়ে ঝ'রে
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে॥

২৬ চৈত্র [১৩২০]
কলিকাতা

৯৪

কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার
মন না মানে।
পাই নে সময় গানে গানে॥
পথ আমারে শুধায় লোকে,
পথ কি আমার পড়ে চোখে,
চলি যে কোন্ দিকের পানে
গানে গানে॥

দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি,
নিই নে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ যে কুসুম-ফোটার বেলা,
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে॥

২৭ চৈত্র [১৩২০]
কলিকাতা

৯৫

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে।
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তারে আমার ব'লে ছলে বলে
কে বলো আর রাখবে এঁটে॥

আমারে নিখিল ভুবন দেখছে চেয়ে
রাত্রিদিবা।
আমি কি জানি নে তার অর্থ কী বা।
তারা যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে বসে গো,
তারেই প্রকাশ করি, আপনি মরি,
তবে আমার দুঃখ মেটে॥

২৭ চৈত্র [১৩২০]
কলিকাতা

৯৬

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তারে ঐ নয়নের
আলোক হানি।
সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা
হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তারে
বক্ষে তুলে,
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুটবে বাণী॥

আমার বীণাখানি পড়ছে আজি
সবার চোখে।
হেরো তারগুলি তার দেখছে গুনে
সকল লোকে।
ওগো কখন সে যে সভা ত্যেজে
আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তার উঠবে বেজে
করুণ রবে—
যখন তুমি তারে বুকের 'পরে
লবে টানি॥

১ বৈশাখ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৯৭

তোমার মাঝে আমারে পথ
ভুলিয়ে দাও গো, ভুলিয়ে দাও।
বাঁধা পথের বাঁধন হতে
টলিয়ে দাও গো, দুলিয়ে দাও।
পথের শেষে মিলবে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব—
দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও॥

কেউ বা ওরা ঘরে ব'সে
ডাকে মোরে পুঁথির পাতায়।
কেউ বা ওরা অন্ধকারে
মন্ত্র পড়ে মনকে মাতায়।
ডাক শুনেছি সকলখানে
সে কথা যে কেউ না মানে;
সাহস আমার বাড়িয়ে দিয়ে
পরশ তোমার বুলিয়ে দাও॥

২ বৈশাখ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো। ওগো পুরবাসী।
বুকের আঁচলখানি ধুলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তার
ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥

তোমার সকল ধন যে ধন্য হল
হল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হেরো রাঙা হল সকল গগন,
চিত্ত হল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য-আলো এল দ্বারে
এল এল এল গো।
তোমার পরান-প্রদীপ তুলে ধোরো,
ঐ আলোতে জ্বেলো গো॥

৩ বৈশাখ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৯৯

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

তারে মোহন-মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ।
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন।
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হল মগ্ন।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ।
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তায় অকারণের হর্ষ।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

সে যে প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য।
ভুবন কত তীর্থ-জলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে সে দিয়েছে বরমাল্য।
আমি ধন্য, সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল।
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥

৫ বৈশাখ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল।

আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।

ওগো ঐ তোমারি ফুল।

ওরা আমায় হৃদয়-পানে মুখ তুলে যে থাকে।

ওরা তোমার মুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে।

ওগো ঐ তোমারি ফুল।

তোমার কাছে কী যে আমি সেই কথাটি হেসে

ওরা আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে, ছড়ায় দেশে দেশে।

ওগো ঐ তোমারি ফুল।

দিন কেটে যায় অন্যমনে, ওদের মুখে তবু

প্রভু, তোমার মুখের সোহাগ-বাণী ক্লান্ত না কভু।

ওগো ঐ তোমারি ফুল।

প্রাতের পরে প্রাতে ওরা, রাতের পরে রাতে

তোমার অন্তবিহীন যতনখানি বহন করে মাথে।

ওগো ঐ তোমারি ফুল।

হাসিমুখে আমার যতন নীরব হয়ে যাচে।

তোমার অনেক যুগের পথ-চাওয়াটি ওদের মুখে আছে।

ওগো ঐ তোমারি ফুল॥

বৈশাখ ১৩২১

শান্তিনিকেতন

১০১

আমার যে সব দিতে হবে, সে তো আমি জানি।
আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে-দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে॥

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠবে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা,
বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে॥

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভ'রে
আমার ক'রে নিয়ে তবে নাও যে তোমার ক'রে।
আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে।
সব দিতে হবে॥

৭ বৈশাখ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১০২

এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম,
ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

এই তোমারি পরশ-রাগে
চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রইল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি ক'রে
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর॥

৩১ বৈশাখ [১৩২১]
রামগড়। হিমালয়

১০৩

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্যতারা দলে দলে ;
কোথায় বসে বাজাও বেণু,
চরাও মহা-গগনতলে।
তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে ॥

সকালবেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হলে সাঁজের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে।

১০ জ্যৈষ্ঠ [১৩২১]
রামগড়

১০৪

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে,
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে॥

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

১০৫

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা।
কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা।
চিনি নাই তো আমি তারে,
আঘাত করি বারে বারে,
তার বাণীরে হাহাকারে
ডুবায় আমার কাঁদনা॥

তারি পূজার মালঞ্চে ফুল ফুটে যে।
দিনে রাতে চুরি করে
এনেছি তাই লুটে যে।
তারি সাথে মিলব আসি,
এক সুরেতে বাজবে বাঁশি,
তখন তোমার দেখব হাসি,
ভরবে আমার চেতনা॥

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

১০৬

এরে ভিখারি সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে।
হাসিতে আকাশ ভরিলে॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাখে যাহা কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে॥

ভেবেছিল, চির-কাঙাল সে এই ভুবনে।
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা, বড়ো ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল তোমার আলয়ে,
আধেক আসনে তারে ডেকে লয়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে॥

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

১০৭

সন্ধ্যা হল গো—

ও মা, সন্ধ্যা হল, বুকে ধরো।

অতল কালো স্নেহের মাঝে

ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ করো।

ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো—

সব যে কোথায় হারিয়েছে গো,

ছড়ানো এই জীবন, তোমার

আঁধার-মাঝে হোক-না জড়ো॥

আর আমারে বাইরে তোমার

কোথাও যেন না যায় দেখা।

তোমার রাতে মিলাক আমার

জীবন-সাঁজের রশ্মিরেখা।

আমায় ঘিরি, আমায় চুমি

কেবল তুমি, কেবল তুমি।

আমার ব'লে যা আছে, মা,

তোমার ক'রে সকল হরো॥

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ রাত্রি

রামগড়

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে।
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।

গাছেরা ভরে নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে যে ঐ দুঃখশিখায় উঠল জ্বলে,
সে যে ঐ অশ্রুধারায় পড়ল গলে।
সে যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হতে
বহিল মরণ-রূপী জীবন-স্রোতে।
সে যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে॥

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

১০৯

আজ ফুল ফুটেছে মোর আসনের
ডাইনে বাঁয়ে,
পূজার ছায়ে।
ওরা মিশায় ওদের নীরব কান্তি
আমার গানে,
আমার প্রাণে।
ওরা নেয় তুলে মোর কণ্ঠ ওদের
সকল গায়ে,
পূজার ছায়ে॥

হেথায় সাড়া পেল বাহির হল
প্রভাত-রবি
অমল-ছবি।
সে যে আলোটি তার মিলিয়ে দিল
আমার মাথে,
প্রণাম-সাথে।
সে যে আমার চোখে দেখে নিল
আমার মায়ে,
পূজার ছায়ে॥

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

১১০

আমার প্রাণের মাঝে যেমন ক'রে
নাচে তোমার প্রাণ
আমার প্রেমে তেমনি তোমার প্রেমের
বহুক-না তুফান।
রসের বরিষনে
তারে মিলাও সবার সনে,
অঞ্জলি মোর ছাপিয়ে দিয়ে
হোক সে তোমার দান॥

আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে
বন্দী হয়ে থাকে।
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি
মুক্ত করো তাকে।
যেমন তোমার তারা,
তোমার ফুলটি যেমন ধারা,
তেমনি তারে তোমার করো
যেমন তোমার গান॥

২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

১১১

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই স্তব্ধ তারার মৌনমন্ত্রভাষণে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই কর্ম-অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার।
এই গন্ধগহন সন্ধ্যাকুসুমমালাতে
তোমায় করি গো নমস্কার॥

৩ আষাঢ় ১৩২১
কলিকাতা